**TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT**

**PAPER CODE- GEO-MDC-101**

**SEMESTER 1ST**

**TOPIC- CONCEPT AND IMPORTANCE OF TOURISM**

# ১. ভূমিকা

পর্যটন আধুনিক বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বিকাশমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড। এটি মানুষের বিনোদন, জ্ঞানার্জন ও সংস্কৃতি বিনিময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বর্তমান যুগে পর্যটন কেবল ভ্রমণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি সুসংগঠিত শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে যা স্থানীয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভূগোল বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যটন মানুষের স্থানান্তর, পরিবেশ, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

# ২. পর্যটনের ধারণা (Concept of Tourism)

পর্যটন বলতে সাধারণত এমন ভ্রমণকে বোঝায়, যেখানে একজন ব্যক্তি তার স্বাভাবিক বাসস্থান ছেড়ে সাময়িক সময়ের জন্য অন্য কোনো স্থানে অবস্থান করে এবং সেই স্থানে কোনো স্থায়ী আয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে না। এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য হতে পারে বিনোদন, শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশীলন, স্বাস্থ্য বা ব্যবসা সংক্রান্ত।

**জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO)** অনুযায়ী,
পর্যটন হলো এমন কার্যকলাপ যেখানে মানুষ এক বছরের কম সময়ের জন্য তাদের স্বাভাবিক পরিবেশের বাইরে ভ্রমণ ও অবস্থান করে এবং যার উদ্দেশ্য অবসর, ব্যবসা বা অন্যান্য কারণ হতে পারে।

# ৩. পর্যটনের প্রধান বৈশিষ্ট্য

- পর্যটন একটি অস্থায়ী ভ্রমণ প্রক্রিয়া
- এটি স্বেচ্ছাসিদ্ধ ও উদ্দেশ্যমূলক
- পর্যটক গন্তব্যস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস বা কাজ করে না
- এটি পরিবেশ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত
- পরিষেবা নির্ভর শিল্প

# ৪. পর্যটনের প্রকারভেদ (সংক্ষিপ্ত ধারণা)

UG সিলেবাস অনুযায়ী পর্যটনকে সাধারণত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

- দেশীয় পর্যটন (Domestic Tourism)
- আন্তর্জাতিক পর্যটন (International Tourism)
- ধর্মীয় পর্যটন
- বিনোদনমূলক পর্যটন
- শিক্ষামূলক পর্যটন
- স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পর্যটন
- পরিবেশবান্ধব পর্যটন (Eco-tourism)

# ৫. পর্যটনের গুরুত্ব (Importance of Tourism)

## ৫.১ অর্থনৈতিক গুরুত্ব

পর্যটন একটি গুরুত্বপূর্ণ আয় ও কর্মসংস্থানের উৎস।

- জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে
- পরিবহণ, হোটেল, হস্তশিল্প ও পরিষেবা খাতের বিকাশ ঘটায়
- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করে

## ৫.২ সামাজিক গুরুত্ব

পর্যটন সমাজের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

- মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়
- শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পায়
- গ্রামীণ ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের উন্নয়ন ঘটে
- নারী ও যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে

## ৫.৩ সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

পর্যটন সাংস্কৃতিক বিনিময়ের একটি কার্যকর মাধ্যম।

- বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পায়
- ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি ও শিল্পকলার সংরক্ষণ ঘটে

- ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হয়

---

### ৫.৪ ভৌগোলিক গুরুত্ব

ভূগোলের সঙ্গে পর্যটনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

- প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য ও পরিবেশ পর্যটনকে আকর্ষণ করে
- স্থানিক বৈচিত্র্য বোঝার সুযোগ সৃষ্টি হয়
- অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নে সহায়তা করে

---

### ৫.৫ পরিবেশগত গুরুত্ব

সঠিকভাবে পরিকল্পিত পর্যটন পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক হতে পারে।

- প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্যায়ন বৃদ্ধি পায়
- পরিবেশ সচেতনতা গড়ে ওঠে
- ইকো-ট্যুরিজমের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব

---

## ৬. পর্যটন ও টেকসই উন্নয়ন

আধুনিক পর্যটন ব্যবস্থায় টেকসই উন্নয়নের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পর্যটন এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে পরিবেশের ক্ষতি না হয়, স্থানীয় জনগণ উপকৃত হয় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ সংরক্ষিত থাকে।

পর্যটন আধুনিক বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, যা মানুষের অবসর বিনোদন, জ্ঞানার্জন এবং সংস্কৃতি বিনিময়ের সঙ্গে যুক্ত। সাধারণভাবে পর্যটন বলতে বোঝায় এমন ভ্রমণ, যেখানে একজন ব্যক্তি তার স্বাভাবিক বাসস্থান থেকে সাময়িক সময়ের জন্য অন্য কোনো স্থানে গমন ও অবস্থান করে এবং সেখানে স্থায়ীভাবে কাজ বা বসবাস করে না। পর্যটন বর্তমানে কেবল ভ্রমণ নয়, বরং একটি সংগঠিত শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে, যা পরিবহণ, আবাসন, খাদ্য, বিনোদন ও অন্যান্য পরিষেবা খাতকে অন্তর্ভুক্ত করে। ভূগোলের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যটন মানুষের স্থানান্তর, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পারস্পরিক সম্পর্ককে তুলে ধরে।

পর্যটনের ধারণা ঐতিহাসিকভাবে বহু প্রাচীন। প্রাচীন যুগে মানুষ ধর্মীয়, বাণিজ্যিক ও শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করত। শিল্প বিপ্লবের পর পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি, নগরায়ণ ও অবসর সময় বৃদ্ধির ফলে আধুনিক পর্যটনের বিকাশ ঘটে। বিংশ শতাব্দীতে পর্যটন একটি বিশ্বব্যাপী শিল্পে পরিণত হয়। জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) অনুযায়ী, পর্যটন

হলো এমন কার্যকলাপ যেখানে মানুষ এক বছরের কম সময়ের জন্য তাদের স্বাভাবিক পরিবেশের বাইরে ভ্রমণ ও অবস্থান করে, যার উদ্দেশ্য অবসর, ব্যবসা বা অন্যান্য সামাজিক কারণ হতে পারে।

পর্যটনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর বহুমাত্রিকতা। এটি অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও পরিবেশ—সব ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করে। পর্যটন বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যেমন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটন, ধর্মীয়, বিনোদনমূলক, শিক্ষামূলক, চিকিৎসা ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন। এই প্রকারভেদগুলি মানুষের ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও গন্তব্যের বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়নের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

পর্যটনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। এটি জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে, বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে সহায়তা করে। পর্যটনের মাধ্যমে পরিবহণ, হোটেল শিল্প, হস্তশিল্প ও স্থানীয় বাজারের বিকাশ ঘটে। আন্তর্জাতিক পর্যটনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়। বিশেষ করে গ্রামীণ ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে পর্যটন অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

পর্যটনের সামাজিক গুরুত্বও উল্লেখযোগ্য। পর্যটনের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। নারী ও যুবসমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে এবং স্থানীয় জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। পর্যটন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সামাজিক সহনশীলতা গড়ে তোলে, যা একটি সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়ক।

পর্যটন সাংস্কৃতিক বিনিময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি, শিল্পকলা ও উৎসব পর্যটনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হয়। এর ফলে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থাপনার সংরক্ষণে গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তবে অপরিকল্পিত পর্যটন স্থানীয় সংস্কৃতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, তাই সাংস্কৃতিক সংরক্ষণে সচেতনতা অপরিহার্য।

ভূগোলের সঙ্গে পর্যটনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য, জলবায়ু, ভূমিরূপ ও জীববৈচিত্র্য পর্যটন আকর্ষণের প্রধান উপাদান। পর্যটন অধ্যয়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য, স্থানিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়নের ধারণা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। পর্যটন মানচিত্রায়ন ও আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভূগোলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যটনের প্রভাব দ্বিমুখী। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পর্যটন পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক হতে পারে, যেমন ইকো-ট্যুরিজমের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অপরিকল্পিত পর্যটনের ফলে দূষণ, বননিধন ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই টেকসই পর্যটনের ধারণা বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, পর্যটন একটি বহুমাত্রিক ও গতিশীল শিল্প, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। UG স্তরে পর্যটনের ধারণা ও গুরুত্ব অধ্যয়ন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মানব-পরিবেশ সম্পর্ক, আঞ্চলিক উন্নয়ন ও টেকসই পরিকল্পনার বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে।

# ৭. উপসংহার

পর্যটন একটি বহুমাত্রিক কার্যকলাপ যা অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও পরিবেশ—সব ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পর্যটনকে টেকসই উন্নয়নের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।